০১-০৮-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - 'নিশ্চয়বুদ্ধি-বিজয়ন্তী', নিশ্চয়তার আধারেই স্বর্গ-রাজ্যের রাজ্য-ভাগ্যের উপযুক্ত হওয়া যায়। যার প্রথম ও প্রধান নিশ্চয়তা হলো, স্বয়ং ভগবান টিচারের রূপে আমাদেরকে এই (শ্রীমতের) পাঠ পড়াচ্ছেন"

প্রশ্ন :- যদিও বাবা স্বয়ং যেখানে সর্বশক্তিমান, তবুও কেন তিনি সকল কার্য প্রেরণার দ্বারা করছেন না ?

উত্তর :- বাবা বলছেন - "আমি স্বয়ং জ্ঞানের সাগর, জ্ঞান শোনাবার জন্য আমাকে যে আসতেই হয়। প্রোফেসর যদি তার নিজের ঘরেই বসে থাকে, তবে পড়াশোনা চলবে কি প্রকারে ? তোমাদের অর্থাৎ বি.কে. বাচ্চাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়িয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে যে, স্বর্গ-রাজ্যের অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সাও যে দিতে হবে, তাই তো এই শরীরের আধার নিয়ে এখানে আসি আমি। তাই বাচ্চাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র সংশয় আসা উচিত নয়।"

গীত :- যে প্রীতমেরই সাথে আছে,
. তার জন্যই বর্ষা (অবিনাশী জ্ঞানের এই আশীর্ব্বাদী-
. বর্সা তো তারই জন্য)...

ওঁম্ শান্তি! এই বাবাকেই 'পিয়া' বা 'প্রীতম্' বলা হয়। যেহেতু উঁনি বাবা, তাই জলের যে বর্সা সেই বর্সা অবশ্যই করবেন না উঁনি। যা বলা হয় তা কেবলমাত্র বোঝাবার জন্য। যখন কেউ কোনও কথার প্রকৃত মর্মার্থ বুঝতে পারে না, তখন তাকে পাথর-বুদ্ধি অর্থাৎ নির্বোধ বলা হয়। কিন্তু ভগবান পারসনাথের দিব্যতা তো জগৎ-খ্যাত। দিব্যগুনধারী পারসনাথ অন্যদেরও পারস বানায়। কিন্তু তাকে এমন পাথরের মূর্তি বানানো হলো কেন ? রাবণ তাকে এমন ভাবে 'পারসনাথ'-কে 'পাথরনাথ' বানিয়েছে। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা হলে রামের সম্প্রদায়। তাই তোমরা ক্রমান্বয়ে পাথরবুদ্ধি (নির্বোধ) থেকে পারস-বুদ্ধির (দৈব-বুদ্ধির) হতে থাকো তোমাদের ক্রমিক অনুসারে। যথা রাজা-রাণী তথা প্রজা, সবাই এমন সুন্দর পারসবুদ্ধির হও কিভাবে ? তোমাদের এমন করে গড়ে তোলার নিমিত্তে অবশ্যই কেউ আছে, যিনি তোমাদের এমন সুন্দর পারসবুদ্ধির বানিয়ে চলেছেন। কিন্তু এর মধ্যে আবার কেউ সূর্যবংশী ঘরানার, কেউ চন্দ্রবংশী ঘরানার, কেউ বা দাস-দাসী, কেউ বা প্রজা, কেউ ধনী - এসব কিছুই হয় তোমাদের পুরুষার্থের ক্রম-অনুসারে। আর এমন সুন্দর করে যিনি গড়ে তোলেন - তিনিই পারসনাথ, অর্থাৎ অবশ্যই তিনি পরমপিতা পরমাত্মা। কোনও মনুষ্যকে এমন ভাবে জ্ঞান-সাগর বলা যায় না। এ সবই এক ও একমাত্র নিরাকার বাবার মহিমা। যেহেতু উনি জ্ঞান-সাগর, জ্ঞান শোনাবার জন্য তো অবশ্যই ওনার শরীরেরও প্রয়োজন। যে যেমন সংস্কারে সংস্কারী হয়, সেই অনুসারে তার কর্ম-কর্তব্য করার জন্য তেমন শরীরেরও তো দরকার। এদিকে তিনি হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। যার মহিমা সম্পূর্ণ জগৎ জুড়েই। সবারই এই এক ও অভিন্ন বাবা, যিঁনি নিরাকার, কিন্তু উনিও তো আত্মা। এই আত্মাই ইন্দ্রিয় দ্বারা এমন সুন্দর মিষ্টি করে বলেন- বাচ্চারা, তোমরা যে আমারই সন্তান।

বাবা বোঝাচ্ছেন - এই যে লোকেরা জাগতিক ব্রাহ্মণদের (শ্রাদ্ধের) ভোজন খাওয়ায়, সেখানে (মৃতদের) আত্মাকে আহ্বাহন করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আচ্ছা, যদিও সেই আত্মাকে কোনও জিজ্ঞাসাবাদ নাও করা হয়, জাগতিক ব্রাহ্মণদের ভোজন তো করানোই হয়। যেমন ধরো, কারও পতি মারা গেলে সেই বিধবা বলে- "আমি আমার পতির শ্রাদ্ধের ভোজন খাওয়াচ্ছি। -কিন্তু, তোমার পতি তো মারা গেছে, তবে আবার তাকে ডাকছো কেন এভাবে ? তার আত্মাকে নাকি তার শরীরকে ? এটাই তো মূল বোঝার ব্যাপার। এক্ষেত্রে তো আত্মাকেই ডাকবে, - তাই না ? শরীর তো বিনাশ হয়েই গেছে। তবুও তারা সেইসব জাগতিক ব্রাহ্মণদের শ্রাদ্ধের ভোজন খাইয়ে থাকে। তাদের ভ্রান্ত ধারণা, সেই আত্মা ব্রাহ্মণদের শরীরে প্রবেশ করে সেই ভোজন গ্রহন করে। যদিও এর কি কোনও প্রমাণ আছে যে, কেউ মারা যাবার পর সেই আত্মা আবার আসে সেখানে ? --হ্যাঁ, আত্মা অবশ্যই আসতে পারে। এসে এই আত্মাই তো কথা বলে। সেই আত্মাকে যদি প্রশ্ন করা যায়, অমুক জিনিষ কোথায় রাখা আছে ? তখন সে তা যথাযথ বলেও দেয়। তাই তো বিধবারা এমন ভাবে যে, সে তার পতির আত্মাকেই সেই ভোজন খাওয়াচ্ছে। পতির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাথা ঠুকে (সেই ব্রাহ্মণকে) প্রণামও করে। তখন সে ব্রাহ্মণকে অনাত্মীয় হিসাবে দেখে না। বিধবার ধ্যান-জ্ঞান তখন এমন থাকে যে সে সেই ব্রাহ্মণের মধ্যেই যেন পতির নাম-রূপ দেখতে পাচ্ছে এবং সে যেন সে তার পতিকেই প্রণাম করছে। অথচ সেই নাম-রূপের শরীর তো কবেই ভষ্মে পরিণত হয়েছে, তবুও সেই শরীরকেই স্মরণ করছে। যখন আত্মা এসে ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবেশ করে, ব্রাহ্মণও তা অনুভব করে, তার শরীরে অন্য কোনও আত্মার প্রবেশ ঘটেছে। বাস্তবেই আত্মা যখন এসেছে, সেক্ষেত্রে বিশ্বাস তো করতেই হবে। বাচ্চারা, ঠিক তেমনি ভাবেই তোমাদেরও বোঝানো হচ্ছে, পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার, ওনার নিজের শরীর নেই, (উঁনি না এলে) তবে উত্তরাধিকারীর অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সা দেবেন বা কি ভাবে ? তাই তো ওনাকে এই (ব্রহ্মার) শরীরের আধার নিতে হয়। অতএব, সর্বাগ্রে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয়তার প্রয়োজন যে, ইঁনিই পরমপিতা পরমাত্মা। উনি স্বয়ং এসেছেন, ব্রহ্মার সাহায্যে সেই উত্তরাধিকারের অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সা দিতে। প্রেরণার দ্বারা তো আর তা সম্ভব নয়। তাই স্বয়ং ওনাকেই তো আসতে হয় এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়াতে। যেহেতু একমাত্র উনিই জ্ঞানের সাগর। এই সমস্ত ব্যাপারগুলি খুব ভালভাবে বুঝতে হবে আগে। কিন্তু আগামী ভবিষ্যতে যার ভাগ্যে উচ্চ প্রালব্ধ নেই, সে মোটেই বুঝতে পারবে না। একমাত্র তাদের আত্মাই বলবে, এই বাবা মোটেই জ্ঞান-সাগর নন। আরে, যেখানে স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা বলছেন- আমিই সেই জ্ঞানের সাগর, যদিও আমি নিরাকার। কিন্তু উপরে (পরমধামে) বসে কেবলমাত্র প্রেরণার সাহায্যে তোমাদের এই পাঠ পড়াই কিভাবে ? এমন রীতিতে তো আর পাঠ পড়ানো চলে না। প্রোফেসর যদি তার বাড়ীতে বসে থাকে, সেখান থেকে কেবল প্রেরণার দ্বারা কি আর পাঠ পড়ানো যায় ? স্কুলে তো অবশ্যই আসতে হবে তাকে। তেমনি পরমপিতা পরমাত্মাও তার ধামে বসে এই বিশেষ পাঠ পড়াতে পারেন না। যেমন প্রেরণার দ্বারা চিত্র দেখিয়ে বোঝানো যায় না। যদিও শিববাবার প্রেরণাতেই এইসব চিত্রাদি চিত্রিত হয়েছে। এই ব্রহ্মারও এসব বিষয়ে পূর্বে কোনও জ্ঞান ছিল না। আমিই (শিববাবা) বাচ্চাদেরকে দিব্য-দৃষ্টি প্রদান করে এমন সুন্দর বানিয়েছি। যেহেতু বাবা নিজে 'করন-করাবন-হার' বাবা।

বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন - "সর্বাগ্রে তেমাদের এটা নিশ্চয় করতে হবে, এই পরমাত্মা সকল আত্মাদের বাবা। তা না হলে বাবার উত্তরাধিকারী বাচ্চারা বাবার অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাবে কিভাবে ?" এই যে দেবতাদের এত অনেক মন্দির আছে, তেমনি ওনার (শিববাবার) আত্মারও

অর্থাৎ পরমাত্মারও মন্দির অবশ্যই আছে। একমাত্র ওনার ছাড়া আর যে মন্দিরগুলি আছে, তা হলো জীবাত্মাদের। এইসব জীবাত্মারা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসে, কিন্তু পরমাত্মা জন্ম-মৃত্যু রহিত। একমাত্র পরমাত্মার রূপই নিরাকার। বাবা আরও জানাচ্ছেন, উনি এখানে আসেন বাচ্চাদের রাজযোগ শেখাতে। এর সাথে আরও জানাচ্ছেন, ওনার নিজেরও তার অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু কোনও প্রেরণা বা শক্তি ব্যাপার নয়। কিন্তু যদি কেউ বলে যে, সে শক্তি লাভ করেছে, তবে কোত্থেকে সে সেই আশীর্বাদী-বর্ষা পাচ্ছে ? যেখানে বাবা বলছেন, উনি কেবল রাজযোগই শেখাচ্ছেন। যেহেতু তা 'ভগবান উবাচঃ' তাই শরীরে ভিতরেও তার প্রভাব তো পড়বেই। তা বলে এমন নয় যে, এটাই শক্তির প্রকৃত উৎস। যা মনোযোগ সহকারে পড়াশোনার ব্যাপার। একদিকে যেমন উনি বাচ্চাদের বাবা, তেমনি টিচারও ওনাকেই হতে হয়। কিন্তু তোমাদের এতজনকে একসাথে প্রেরণা দেবেন কিভাবে ? তার উপর আবার সবাইকে এক ভাবে এক-সমান জ্ঞানীও বানাতে হবে। যাই হোক্, তোমাদের বি.কে.-দের জন্য রাজধানী স্থাপনার কাজও চলছে। সেখানে কেউ কেউ দাস-দাসী হবে, কেউ বা হবে প্রজা। তোমাদের কেউ যদি তা জানতে চাও, তবে তা বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারো - তুমি নিজে কোন পদের উপযুক্ত হয়েছো। সূর্যবংশী নাকি চন্দ্রবংশী অথবা দাস-দাসী কি হতে চলেছো ? ঠিক এই মুহূর্তেই যদি কারও আত্মা শরীর ত্যাগ করে, তবে সে কি পদ পেতে পারো ? তাই বাবা বলছেন, ওনার কাছে এসে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ে, তা ধারণের ক্রমানুসারে, তখনই উনি তা বলতে পারবেন। যেমন স্কুলে কোনও ছাত্র যদি জানতে চায় সে কত নম্বর পেতে পারে ? ক্লাসের শিক্ষক তার একটা গড়-পরতা সংখ্যা বলে দিতে পারে ও সাথে সাথে এও বলে যে, তুমি তেমন মনোযোগ সহকারে পড়োনি, তাই তেমন ভাল নম্বর পাবেই বা কি প্রকারে ? ফলে ছাত্র নিজেও তখন তা অনুধাবন করবে- সত্যিই তো, ততটা মনোযোগ সহকারে পড়িনি তো! তেমনি, প্রত্যেকের নিজের নিজের মন সেই সত্য জানতে পারে। এখানেও তেমনি এই অসীম-বেহদের বাবা তা বলে দিতে পারে। কারওকে আবার বাবা এমনও বলে, তুমি তো খুনই সুন্দর বাচ্চা, ঠিক যেন ফুলের মতন। বর্তমানের এইভাবে চলতে পারলে 'বিজয়-মালা'-র..... এত নম্বর স্থানে তোমার জায়গা হতে পারে। (এই অনিশ্চয়তা) কেননা এইভাবে চলতে চলতে অনেকেরই পতনও হয়ে যায়। লক্ষ্য করো, বাবার অনেক বাচ্চাই আজ আর এর সাথে যুক্ত নেই, যেহেতু তারা শ্রীমত অনুসারে না চলার কারণে কাম-বিকার ও দেহ-অভিমানের বশে এসে যায়। কেউ কেউ আবার লোভ-মোহের বশেও চলে যায়। মায়া এমনই যে, কারও কারওকে আবার চোর স্বভাবেরও বানিয়ে দেয়। এমনই মায়ার কারসাজি। যেমন প্রবাদ আছে - আজ যে কানা-কড়ি চুরি করে, ভবিষ্যতে সে লক্ষ-লক্ষ চুরি করবে।

আরও জানাচ্ছেন বাবা - কারও কারও খুবই কু-স্বভাবও থাকে। যেমন কারও কাম-বিকারের স্বভাব থাকার কারণে, সে এখান থেকে পালিয়ে যায়। কারণ, বিকারীরা এখানে টিকতেই পারে না। কেউ কেউ লোভের বশবর্তী হয়ে চুরিও করে। মায়াই এমন সব কার্য করায় তাদের। যেহেতু মায়া তাদের ভিতরে প্রবেশ করে। তাই সর্বাগ্রে দেহ-অভিমানকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। তাই তো বাবা বলেন, নিজের মধ্যে আগে আত্মা নিশ্চয় কর। এই আত্মা হলো অবিনাশী আর শরীর বিনাশী। তাই তোমরা দেহী-অভিমানী হও। কেউ কেউ দু-তিন মাসের মধ্যেই দেহী-অভিমানী ভাবে চলে আসে, আবার এমনও আছে, যারা ২৫-বছরেও তা হতে পারে না। এই কোর্সটা এতই বড় যে, তা ৫০-৬০ বছরও লেগে যায় কারও কারও। এই বিশেষ পাঠের কোর্স আর পাঠ পড়ানোর টিচারকেই যদি না জানতে পারো, তবে আর পড়বেই বা কিভাবে ? এই বাবাকে জানতে পারলেই, শিববাবাকেও জানা

হয়ে যায়। কিন্তু, একমাত্র শিববাবার সাথে বুদ্ধির যোগ লাগাতে হবে তোমাদের। সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে হবে যে তোমাদের। একমাত্র এই বাবা ছাড়া, কোনও মনুষ্য আর তা বানাতে পারে না। এই মূল কথাটায় যতক্ষণ না নিশ্চয়তা আসবে, ততদিন কিছুই বুঝতে পারবে না। এমন কি অনেকে এমনও আছে, ২০-২৫ বছরের বাচ্চা হয়েও পুরোপুরি নিশ্চয়তা আসে না তাদের। একবার এদিক তো অন্যবার ওদিক -এই দোলাচলে থাকে। যেমন, এই সবে নিশ্চয়তা এলো আবার পরক্ষণেই চলে আসে সংশয়-অনিশ্চয়তায়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন- যাকে 'গড-ফাদর' (পরমাত্মা) বলো, (প্রকৃত অর্থে) তোমরা আত্মারা তো তারই সন্তান। তিনি তো তোমাদের বাবা। তাই তোমাদের সবাইকে একই সুরে লেখা উচিত- হ্যাঁ, আমাদের সবার এই এক ও একমাত্র 'গড-ফাদার'- ঈশ্বরীয়-পিতা। আর তাই তো উত্তরাধিকার সূত্রে এই বাবার কাছ থেকে অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সার দ্বারা স্বর্গ-রাজ্যের রাজধানীর অধিকার পাওয়া যায়। আর তা লাভ করার জন্য অবশ্যই তিনি রাজযোগের শিক্ষাও দেন। যা শেখাতে পারেন একমাত্র এই বাবা। যতক্ষণ না পর্যন্ত বাবার প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয়তা আসবে, ভাববে তুমি স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারোনি। বাবাকেই যদি ঠিক ভাবে জানতে না পারো, তবে বাবার উত্তরাধিকারী হয়ে ওনার অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাবেই বা কিভাবে ? বাবা এখানে আসেন তোমাদের সেই আশীর্ব্বাদী-বর্সা দিতেই। কিন্তু অনেকেই তা নিতে পারো না, যেহেতু তোমরা নিজেরাই তেমন ভাবে ভাগ্য গড়ে তুলতে পারো না।

"নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তী"- "সংশয়বুদ্ধি বিনশন্তী'! -- সর্বাগ্রে বাবাকে জানো। বাবা হলেন নিরাকার, পরমপিতা-পরমাত্মা। তিনি স্বয়ং এসে তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ান। উত্তরাধিকারের অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাওয়া যায় একমাত্র ওনার থেকেই। রাজযোগ শেখাবার কর্ম-কর্তব্য ওনারই। এতে প্রেরণার কোনও প্রশ্নই নেই। টিচার ঘরে বসেই পাঠ পড়াচ্ছেন - এমনটা তো আর সম্ভব নয়। বাবা জানাচ্ছেন- তেমনি বাবাকেও আসতে হয় এখানে। ওনার স্মরণে অনেক মন্দিরও আছে দুনিয়ায়। নিরাকার হয়ে যেহেতু জাগতিক কিছু করা সম্ভব নয়, তাই শরীরের আধার নিতেই হয়। আধার না নিলে কল্পের সৃষ্টি-চক্র জগতে ওনার এই বিশেষ জ্ঞান, তা শেখাবেন বা কি প্রকারে ? আর তাই তো কারও শরীরে আসতেই হয় ওনাকে। আবার বাচ্চার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। বাচ্চারাও আবার অন্য নতুন নতুন বাচ্চাদের আনতে থাকে, যারা দেবী-দেবতা ধর্মের হবে। তাদের মধ্যেও ওলট-পালট (স্যাপলিঙ) আগে-পরে এমনটা হতেই থাকবে। যারাই এসে ব্রাহ্মণ হবে, তাদের সবাই এখানে কলমের-চারার মতন। এই ব্রাহ্মণদের পিতা 'ব্রহ্মা'। আবার ব্রহ্মার পিতা হলেন শিববাবা। একজন ঈশ্বরীয় বাবা অপরজন জাগতিক বাবা। মূল অর্থে তোমরা বাচ্চারা শিববাবার ঈশ্বরীয় সন্তান এবং ব্রহ্মার আত্মাও শিববাবার সন্তান। (ব্রহ্মা) আবার জাগতিক ভাবে ব্রাহ্মণদের বাবা। যার (দত্তক নেওয়া) মাধ্যমে তোমরা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী হয়েছো। অতএব তোমরা বি.কে.-রা হলে, ব্রহ্মার বাচ্চা এবং শিববাবার পৌত্র। তাই তো ওনার থেকে সেই উত্তরাধিকারের আশীর্ব্বাদী-বর্সা তোমরা বি.কে.-রাই পেয়ে থাকো। খুব মন দিয়ে বুঝতে হবে এসব কথা। কেউ যদি জানতে আগ্রহী হয়, সে কোন পদ পেতে পারে, সরাসরি সে বাবাকে বলতে পারে- বাবা তাকে তা জানিয়েও দেবেন।

অনেকেই এমন-এমন নতুন বাচ্চাদের নিয়ে আসে এখানে, কি আর বলি তাদের ব্যাপারে! মাত্র একবার বাবার সাক্ষ্যাৎ হলেই যেন তীর বিঁধে যায় তাদের মনে। কত সুন্দর সুন্দর চিঠিও লেখে তারা - "বাবা, অমুকে আমাকে এমন সুন্দর ভাবে এই গীতা-জ্ঞান শুনিয়েছে, যে কারণে পাক্কা

নিশ্চয়তা এসেছে আমার মনে। বাবা তুমি স্বয়ং যেখানে এসেছো, সেখানে তোমার থেকে পুরোপুরি উত্তরাধিকারের অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সা অবশ্যই যে নিতে হবে।" এমন কি, যার কখনও বাবার সাক্ষ্যাৎকারও হয়নি, তারাও এমন সব আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠি-পত্র লেখে যে, মনে হয় যেন এতদিন বাদে সে তার হারানো বাবাকে খুঁজে পেয়েছে। এই ধরণের নিশ্চয়তাতেই সে অনেক এগিয়ে থাকতে পারে। যত শীঘ্র যার নিশ্চয়তা আসে, তত সুন্দর স্যাপলিং-ও হয়। শ্রীনগরে যে সেন্টার খোলা হয়েছে সেখানকার নতুন নতুন বাচ্চারাও এমন সব চিঠি-পত্র লেখে - বাবা, আমরা খুব আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করছি সরাসরি আপনার সাথে সাক্ষ্যাৎকারের জন্য। কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই বন্ধনের ব্যাপার। যদিও পত্রে তারা সেই কারণগুলিও জানায়। কেবলমাত্র যারা দেবী-দেবতা ধর্মের হবে একমাত্র তারাই এখানে উপস্থিত হতে পারবে। অর্থাৎ আগামীতে যারা শ্রীকৃষ্ণপুরীতে (বৈকুন্ঠ) যাবার উপযুক্ত হতে পারবে, তারাই ব্রহ্মাপুরীতে (মধুবন) এসে পৌঁছতে পারবে। ব্রহ্মাপুরীকে আবার ব্রহ্মপুরী ভেবে নিও না যেন। বি.কে.-রা অনেকেই ব্রহ্মকুমারী লেখে, যা একেবারেই ভুল। ব্রহ্ম হলো তত্ব (আকাশ মার্গে প্রাকৃতিক শক্তির আলোর উপাদান)। কোনও তত্বের আবার কন্যা হবে কিভাবে ? আর এই প্রজাপিতা ব্রহ্মা -এনার নাম তো জগৎ-বিখ্যাত। ইনি প্রজাপিতা এই দুনিয়ার জন্য - এমনই তো হবে, তাই না! প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চারা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী-রা অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মার শিবের শক্তিরা। তারা এই শক্তি সঞ্চয় করে শিববাবার থেকে। এমন নয় যে, তা ব্রহ্মার আত্মা থেকে। অতএব স্মরণ করতে হবে একমাত্র (নিরাকার) শিববাবাকেই। এই স্মরণের যোগেই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র-পাবন হতে পারবে। বর্তমান দুনিয়ার সব আত্মারাই এখন পাপাত্মা। সবারই জন্ম তো সেই বিকারের মাধ্যমেই। অনেকেই খুব সহজেই একথা বুঝে যায়, আবার কেউ-কেউ এর বিন্দু-বিসর্গও বোঝে না। এমনই আশ্চর্যজনক এই জ্ঞান।

ভক্তদেরকে তাদের ভক্তির ফল দেবার জন্য ভগবানকে তো আসতেই হয়। এসে বাচ্চাদেরকে পড়াতেও হয়। উনি নিজেই তা বলেন - "আমি যেমন তোমাদের (আত্মাদের) বাবা (পরমাত্মা), তেমনি আবার টিচার এবং সদগুরুও বটে। সবাইকে মুক্ত করে আপন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই আমার এখানে আসা।" যেহেতু উনি মুক্তিদাতা তাই ওনাকে লিবারেটারর'-ও বলা হয়। কিন্তু প্রেরণার দ্বারা তো আর (বিকার) মুক্ত করা যায় না। তাই এমন ভাবে স্কুলগুলিরও বৃদ্ধি হচ্ছে ক্রমান্বয়ে। কিন্তু এই ঝড়ঝড়ে পুরোনো দুনিয়াকে মনে রাখলে বাবাকে ভুলে যাবে যে। শেষে এমন হয় যে, বাবাকে ভুলতে ভুলতে আবার সেই পুরোনো দুনিয়াতেই আসতে হয় তোমাদের। ফলে জ্ঞানের কিছুই আর অবশিষ্ঠ থাকে না তখন। বাবাকে দেওয়া শর্তও বাতিল হয়ে যায় তখন। বাবাকে যা যা দিয়েছিলে, তা আবার ফিরতও নিয়ে নেয় তখন। যেহেতু বুদ্ধির তালা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় সে সময়ে। বাবার বুদ্ধি তো বুদ্ধিমানদের উপরেও বুদ্ধিমান। কত সুন্দর সহজ-সরল রীতিতে এসব বোঝাতে পারেন বাবা। যারা শোনে, তাদের দৃষ্টি-হাব-ভাবেই তা স্পষ্টতই ফুটে ওঠে - কতটুকু ধারণা করতে পারলো সে ? উচ্চ-পদের অধিকারী হতে পারবে কি না ? বাবা তৎক্ষনাৎ বুঝে যান, সেই বাচ্চার বোঝার আগ্রহ আছে কি না ? কিম্বা তার বুদ্ধিযোগ কোথায় কোথায় ঘুরতে থাকে ? এইভাবেই বাচ্চাদের নাড়ী দেখা হয়। নাড়ী দেখার কবিরাজকে দক্ষ তো হতেই হবে। বাচ্চাদের এই লক্ষ্যও যে খুব বড়। তোমরাও নিজেরাই মুহূর্তেই তা বুঝতে পারবে - অমুক বি.কে. এগিয়ে যেতে পারবে কি না ? আর তা পারবে নিজেদের পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। যদিও এই ব্রহ্মা ব্রহ্মপুত্রা (বড় নদ) সবার থেকে শ্রেষ্ট, কিন্তু নিজেই নিজের গুনগান তো আর করতে পারে না। সরস্বতী, সেও তেমনি হোশিয়ার। জাগতিক (স্কুলের) পড়াশোনার পরীক্ষা তো এই দুনিয়াতেই হয়।

কিন্তু এখানকার পড়াশোনার পরীক্ষা, এখানে হবার নয়। অতএব যতক্ষণ জীবন আছে – ততক্ষণ এই জ্ঞানামৃত পান করতে থাকো। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের প্রতি।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনও প্রকারের পুরোনো স্বভাবের বশীভূত হয়ে উল্টো-পাল্টা কর্ম যেন না হয়ে যায়। দেহ-অভিমানের অভ্যাসকে ত্যাগ করে দেহী-অভিমানী হয়ে থাকার কোর্সকে সম্পূর্ণ করতেই হবে।

২) নিশ্চয়তায় কখনও নড়বড়ে হয়ো না যেন। যতক্ষণ জীবিত থাকবে- এই জ্ঞানের পাঠ নিজে যেমন পড়তে থাকবে, অন্যদেরও তেমনি পড়াতে হবে।

বরদান :- উড়তী কলার দ্বারা বাবার মতন অলরাউন্ডার পার্ট করতে পেরে চক্রবর্তী হও

বিস্তার :- বাবা হলেন অলরাউন্ডার পার্টধারী, যেমন উনি সখা হতে পারেন তেমনি আবার বাবা-ও হতে পারেন। এমনই উড়তী-কলা'-রা যখন যে সেবার আবশ্যকতা হবে তাতেই পার্ট সম্পন্ন করতে পারবে। তাকেই বলা হয় অলরাউন্ডার উড়ন্ত পাখী। সে এমন নির্বন্ধন হবে যে, যেখানেই সেবাকার্য চলবে, সেখানেই সে পৌঁছে যাবে। প্রত্যেক প্রকার সেবাতেই 'সফলতা-মূঢ়ত' হবে। একমাত্র তাকেই বলা যাবে চক্রবর্তী, অলরাউন্ডার পার্টধারী।

স্লোগান : – একে অপরের বিশেষত্ব গুলি স্মৃতিতে রেখে বিশ্বাসভাজন হলে, সংগঠনও একমতের হয়ে যাবে।